COAST Trust

জলবায়ু সক্ষমতা বুলেটিন

CJRF প্রকল্পের মাসিক প্রকাশনা

সংখ্যা- ২০; ফেব্রুয়ারী ২০২০ ॥ ফাল্গুন, ১৪২৬

এ্যাডভোকেসি | স্থানীয় উদ্যোগ | অভিযোজন

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট ট্রাস্ট জলবায়ুর পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও জলবায়ু অভিবাসী ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক জোট গঠনে সহয়তা করছে এবং যুবক, নারী ও শিশুদের সচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ও অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে সচেতনতা ও শিক্ষামলক অনষ্ঠান প্রচার করছে. হতদরিদ্রদের জন্য জলবায় সহিষ্ণ আয়বর্ধনমলক প্রযক্তি প্রদান করছে।বর্তমানে উপকলীয় ৭ টি জেলায় এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

DcKjxq GjvKvq mvgwRK m‡PZbZv I ÿgZvq‡b KwgDwbwU †iwW I mn‡hwMZv Ki‡Q

কিশোরীরা রেডিও নাফ-৯৯.৫ এফএম থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রোগাম শুনছে-টেকনাফ,কক্সবাজার।আলোচিত্র-মানস নন্দী,বিএনএনআরসি।

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প বাংলাদেশের উপকূলের সে সকল প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করে, যেখানে মানুষ সাধারাণত আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেকাংশেই দূরে রয়েছে। এ সকল অবহেলিত এলাকার মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অধিক বিপদাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকার থেকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এর ফলে উন্নয়ন বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করছে এবং মানবিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়েছে। উপকূলবাসী মূলত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অভাবের বিশেষ করে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে অবগত না থাকার কারণে আরো বেশি পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সিজেআরএফ প্রকল্প কাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে উলকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কোস্ট ট্রাস্ট বাগেরহাটে এবং সন্দ্বীপে দুইটি কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করেছে। পাশাপাশি উপকূলীয় আটটি কমিউনিটি রেডিওতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রেডিও প্যাকেজ প্রোগাম সম্প্রচার করে আসছে। প্যাকেজ প্রোগমগুলো সাধারণত বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে রয়েছে নারী প্রতি সহিংসতা রোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, দুর্যোগের প্রস্তুতি ও দুর্যোগ প্রশমন,জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন সহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনামূলক এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াবলি। ২০১৯ সালে মোট ৫০টি প্যাকেজ প্রোগাম সম্প্রচার করা হয় এবং প্যাকেজ প্রোগ্রাম এ বছরেও চলমান রয়েছে। প্যাকেজ প্রোগামগুলোর মাধ্যমে উপকূলের প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করেছে। রেডিও শ্রোতাদের মধ্য নারী এবং তরুণদের সংখ্যা বেশি। এছাড়াও ২০১৯ সালে পাঁচটি অ্যামেচার রেডিও এবং অ্যামেচার রেডিও ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে, তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে উলকূলীয় জনসাধারণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং তাদের দাবিগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরছে। এভাবেই ধীরে ধীরে উপকূলীয় এলাকায় আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে উপকূলবাসীর জীবনযাত্রার মান্নোয়নে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

‡কাস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহযোহিতায় উপকূলীয় অঞ্চল স্বন্দীপে নির্মিত অনলাইন রেডিও দ্বীপ এর স্টুডিও।স্বন্দীপ,চট্টগ্রাম- আলোচিত্র-মানস নন্দী, বিএনএনআরসি।

Rjevq mvnò Avqew×gjK ‡KŠkjmgn m¤úmvi‡b KwgDwbwU wfwËK cPviwfhvb

সন্দ্বীপের স্থানীয় মানুষদের সাথে টেকনিক্যাল অফিসার উঠান বৈঠক করছেন। তারিখ: ২৪/১১/২০২০ চিত্র গ্রাহক: এসডিআই ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর সাধারণ মানুষগুলো আর্থ-সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে এবং চরম দারিদ্রতার মাঝে জীবন

যাপন করছে।দেখা দিচ্ছে প্রকট খাদ্যাভাব এবং মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দারিদ্রতার শিকার হচ্ছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প *জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশল সম্প্রসারনে স্থানীয় ক্ষতিগস্থ নাগরিকদের মধ্যে* জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে *কমিউনিটি ভিত্তিক* প্রচারাভিযান পরিচালনা করছে।জলবায়ুসহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক ৪টি কৌশল (সিআইজিটি) সমূহ যেমন- রংপুর মডেল, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (মাছ, ফল ও সবজি চাষ),মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং পাশাপাশি বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্যানিটেশনের উপর জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তব জীবনে অনুশীলনে উৎসাহিত করে তোলা এই প্রচারনার মূল লক্ষ্য। উক্ত প্রচারাভিযানে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন যার মধ্যে নারী, পুরুষ,কিশোর ও কিশোরী অন্তর্ভুক্ত।

DcKjxq KIK‡`i Kv‡Q w`b w`b Rbwcq n‡"Q ÔÔ Rjevq mwnò Avqew×gjK ‡KŠkjmgnÕÕ

আব্দুল কাদের পুকুড় পাড়ে ত্রিপল-এফ পদ্ধতিতে লাগানো সবজি ও ফলের গাছের পরিচর্যা করছেন। দক্ষিণ সাকুচিয়া, মনপুরা, ভোলা। চিত্রগ্রাহক: আতিক,টিও,সিজেআরএফ, ভোলা।

ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ এবং কুতুবদিয়া বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ ও দক্ষিন পূর্ব উপকুলীয় অঞ্চলে অবস্থিতবিচ্ছিন্ন দ্বীপ সমূহ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর মধ্যে মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপুর্ন এই অঞ্চল সমূহে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প কাজ করছে। এই ঝুঁকিপুর্ন অঞ্চলগুলোতে বসবাসরত নাগরিকদের মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশলসমূহের সাথে পরিচিতি, প্রসার ও তা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা প্রদান করা এই প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য।

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প উপকূলীয় এই অঞ্চলসমূহে জলবায়ুসহিষ্ণু আয়বর্ধক প্রযুক্তির (সিএআইজিটি) পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মাঝে "ট্রিপল এফ" পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল। এটি একটি সমন্বিত চাষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একসাথে মাছ, ফলজ গাছ ও শাকসবজির চাষ করা সম্ভব। এই চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকদের টেকসই আয়ের পথ সহজ হয়েছে এবং তারা বছরব্যাপী পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির যোগান দিতে পারছে। ছয়জন উপকারভোগীর মাধ্যমে প্রযুক্তিটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় যার মাধ্যমে বর্তমানে কৃষকরা প্রতি মাসে ৮০০০-১০০০০ টাকা আয় করছে।

মো: আব্দুল কাদের, মনপুরা উপজেলার,দক্ষিন সাকুচিয়া ইউনিয়নের,৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পেশায় তিনি একজন সাধারন কৃষক। সিজেআরএফ প্রকল্পের পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতায় গেল বছর তিনি তার বাড়ির সামনের পরিত্যাক্ত প্রায় ৩০ ফুট জায়গার পুকুড়ে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেন ।

আলমগীর হোসেন বলেন যে পুকুড় এত বছর প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল সেখান থেকে আমি এখন প্রায় প্রতি মাসে ১০-১২ হাজার টাকার সবজি, মাছ ও ফল উৎপাদন করছি তারমধ্যে বাজারে বিক্রি করেছি প্রায় ৮-১০ হাজার টাকার মতো পারিবারিক চাহিদা পূরন করে ও এখন বাজারে বিক্রি করছি অথচ এই চাহিদাগুলো আগে আমাকে নগদ অর্থেই বাজার থেকে পুরন করতে হতো।

DcKjxq AÂ‡ji jeYv³Zv ch‡eÿb I ÿwZM¨ KIK‡`i mv‡_ AwfÁZv wewbgq

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের মধ্যে লবণাক্ততা পর্যবেক্ষন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা। কুকরীমুকরী ,চরফ্যাশন, চিত্র গ্রাহক :খায়রুন ,সিজেআরএফ, ভোলা

জলবায়ু পরিবর্তনের যে সকল কারনসমূহ বর্তমানে উপকূলীয় কৃষকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলছে তার মধ্যে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ অন্যতম।এটি স্থানীয় কৃষিক্ষেত্রকে ক্ষতিগস্থ করে তুলছে, কৃষকদের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং তারা নিম্ন আয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশেষ করে এই লবণাক্ততার প্রকটতা জানুয়ারী-মার্চ এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিক থাকে।এই শুকনো মৌসুমে বিভিন্ন পয়েন্টে লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ এবং প্রভাবটি হ্রাস করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে যোগ সূত্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্থানীয় কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতা সমূহ বিনিময় করছে এবং লবণাক্ততার সাথে কি ধরনের প্রযুক্তির ব্যাবহার করা যায় সে ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সেবা গ্রহন করছে।

সিজেআরএফ প্রকল্পের কার্যক্রম, লক্ষ্য এবং অর্জন জানুয়ারি ২০২০

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	নতুন কিশোরী কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু	২০	১৯
২	নতুন মক্তব কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু	২২	২১
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত	১	১
৪	লবনাক্ততার জন্য পিপিটি পর্যবেক্ষণ	২	২
৫	কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক নিয়োগ/পুন: নিয়োগ	২০	১৯
৬	মক্তব কেন্দ্রের শিক্ষক নিয়োগ/পুন: নিয়োগ	২২	২১
৭	প্রকল্পের মাসিক মিটিং	১	১

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ''সিজেআরএফ'' প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

মো : আবুল হাসান
কোস্ট ট্রাস্ট- সিজেআরএফ প্রকল্প।
প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩
hasan@coastbd.net /www.coastbd.net